The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-6 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century**, **3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম: জন ডিউঈ'র দর্শন অবলম্বনে একটি সমীক্ষা

[Child-Centered Learning in Curriculum: A Study of John Dewey's Philosophy]

Dr. Md. Jahidul Islam
Professor, Department of Philosophy, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-6
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 22 December 2024
Received in revised: 24 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Traditional, test-oriented, activity, socialization, utility, practical experience, child needs, interest amd capabilities

ABSTRACT

The achievement of education relies on the quality and design of the curriculum. Traditional curricula often fail to consider learner's abilities. This approach tends to overlook student activities and interests, focusing instead on test-driven subjects. As a result, the desired educational objectives are not being met. For this reason, integrating learners' outdoor experiences into the school curriculum is essential. The real characteristics of a curriculum include integrating learners', real-life experiences, combining individual and societal perspectives, incorporating life-centered content. In this regard, integrating co-curricular activities is essential. The significance of co-curricular activities in fostering students' socialization is undeniable. A child develops social skills by engaging with various environments such as educational institutions, sports arenas, markets, and entertainment centers etc. Philosopher John Dewey emphasized this point, asserting that education should not be limited to passive learning. The curriculum should be designed to address learners' needs. Students are naturally independent, and there is no need to compel or pressure them to learn. The curriculum should focus on the child's needs, prioritizing their desires and interests. Subject's related student's practical experiences and real-life context should be included in the curriculum. As a result, it will foster the development of human qualities within him. In this way, a student will become a complete social person. The purpose of this paper is to emphasize Dewey's theory of student ability in curriculum design.

ভূমিকা

শিক্ষা মানব সভ্যতার বিকাশের ধারক ও বাহক। আজকের শিশু আগামী দিনে জাতিকে নেতৃত্ব দেবে। এর জন্য দরকার শিক্ষার মানসম্মত ও যুগোপযোগী চিন্তাধারা। এই ধারায় শিশুরা হবে এর নিয়ামক। শিক্ষার সফলতা পাঠ্যক্রমের উপর নির্ভরশীল। শিশুর চাহিদা ও সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হয়। জন ডিউঈ শিশুর আগ্রহ ও সক্রিয়তা বিবেচনা করে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করার কথা বলেছেন। কারণ জোর করে শিশুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু চাপিয়ে দিলে শিক্ষাগ্রহণে শিশুর অনীহা কাজ করে। ফলে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও জন ডউঈ অবলম্বনে এর যৌক্তিকতা বিচার করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

ক. শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্পর্কে দার্শনিকদের মতামত;
খ. শিক্ষার্থীর পাঠ্যক্রম কেমন হবে তা তুলে ধরা;
গ. জন ডিউঈ'র দর্শন ভাবনায় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার তাৎপর্যের আলোকে উক্ত শিরোনামের বিশ্লেষণ ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা দান করা।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রেক্ষাপট

অতীতে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দেওয়া হতো। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার উপযুক্ত বয়স হলে গুরুর নিকট সমার্পন করা হতো। গুরুরা ছিল পরম শ্রদ্ধার পাত্র। শিক্ষাগ্রহণের সময় পরিবারের সদস্য হিসেবে শিষ্য গুরুগৃহে কাজকর্ম করতো। গুরুর সিদ্ধান্ত অনুসারে শিক্ষার্থীর শিক্ষা শেষ হতো।[১] শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের তেমন কোনো ব্যবধান ছিল না। বরং স্ত্রীশিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করা হতো এবং এমন কথা প্রচলিত ছিল যে, কোন নারী ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পাঠ সমাপ্ত না করলে বিবাহের অধিকারী হতো না।[২] বর্ণ অনুসারে তখন তাদের কর্ম নির্ধারিত হতো এবং

শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে নানা অসমতা বিরাজ করতো। যেমন, ব্রাহ্মণরা ছিলেন পুরোহিত শ্রেণির লোক, ক্ষত্রিয়েরা ছিলেন যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ, বৈশ্যেরা ছিলেন কৃষি ও ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে লিপ্ত আর অনার্য ও দাস হিসেবে পরিচিত ছিলেন শূদ্রেরা।[৩] উপরিউক্ত আলোচনায় গতানুগতিক শিক্ষায় শিশুর স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার ছিল বলে মনে হয় না। অথচ শিশুদের শিক্ষাই জাতিকে একদিন আলোর পথ দেখাবে-এটাই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মূলমন্ত্র।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণামূলক প্রবন্ধ মূলত: একটি বর্ণনামূলক বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদন করা হয়েছে। মাধ্যমিক উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে প্রকাশিত শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন পুস্তক ও জার্নাল, শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন রিপোর্ট তথ্যের মূল উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

শিক্ষা হলো শিশুর আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তনের নিয়ামক। মানবশিশু জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা শিখে বা আয়ত্ত করে তাই হলো তার শিক্ষা।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা

শিশুকে কেন্দ্র করেই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আয়োজন। কতিপয় দার্শনিক তাদের চিন্তার আলোকে নিম্নোক্তভাবে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন;

> গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁর *The Republic* এবং *The Laws* গ্রন্থদ্বয়ে শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর ভাষায়- "Education is the capacity to feel pleasure and pain at the right moment. It develops in the body and in the soul of the pupil all the beauty and all the perfection which he is capable of.''[8]

রুশো শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ধারক ও বাহক। তাঁর ভাষায়- "Everything is good as it comes from the hands of the Maker of the world but degenerates once it gets into the hands of man."[৫] তিনি শিশুর শিক্ষার জন্য প্রকৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর ভাষায়-"Education of man commences at his birth; before he can speak, before he can understand he is already instructed. Experience is the forerunner of the perfect."[৬] শিশু সম্পূর্ণ স্বাধীন পরিবেশে প্রকৃতির সাহচর্যে বেড়ে ওঠে। ফ্রয়বেল শিশুর শিক্ষার জন্য কিন্ডারগার্ডেন পদ্ধতি বা শিশুদের বাগান এর কথা তুলে ধরেন। এই কথার তাৎপর্য হলো-বাগানে একটা গাছ যেমন মালীর পরিচর্যা ও যত্ন পেয়ে অন্তর্নিহিত শক্তি দিয়ে বেড়ে উঠে তেমনি শিক্ষকের সাহচর্যে একটা শিশু স্বাধীন মনোভঙ্গিতে নিজের অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রতিভার বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। যেমন, "Education is unfoldment of what is already enfolded in the germ. It is the process through which the child makes internal external."[৭]

শিশুদের শিক্ষার জন্য মন্তেসরি যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেন সেই পদ্ধতিকে মন্তেসরি পদ্ধতি বলে। শিশুর অভ্যন্তরীণ সম্ভাবনার বিকাশ বা উন্মেষের মধ্যে শিক্ষার সার্থকতা নিহিত। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য এ রকম যে- "Education is a natural process carried out by the child and is not acquired by listening to words but by experiences in the environment."[৮]

শিশুর চরিত্র ও মতামত গঠনের জন্য শিক্ষা হচ্ছে একটি শক্তি বা প্রক্রিয়া। শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে রাসেল ব্যক্তির মতামত গঠনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়- "The formation by means of instruction of certain mental habits and a certain outlook on life and the world."[৯] উপরিউক্ত দার্শনিকদের আলোচনার মধ্য দিয়ে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ;

শিশুই প্রধান: শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর স্বাধীনতা, ইচ্ছা তথা মনোভাবের উপর নির্ভর করে শিক্ষণ প্রক্রিয়া সাজানো হয়েছে। শারীরিক শাস্তি, মানসিক চাপ তথা ভালো ফলাফলে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে শিক্ষাকে বিক্রি করা হয়নি।

সুশৃঙ্খল পরিবেশ: শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় পরিবেশের তাৎপর্য ব্যাপক। এখানে শৃঙ্খলা আনয়নে ন্যূনতম কোনো বিধি-বিধান আরোপের প্রয়োজন হয় না। বরং শিক্ষার্থীরা স্বাধীন চলাফেরা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা সমাজের প্রতিচ্ছবি: সমাজ বাস্তবতার নিরিখে সমাজের নানা ঘটনার সাথে শিক্ষার্থীর বিকাশ প্রক্রিয়া জড়িত। এজন্য বলা হয়-শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা সমাজের প্রতিচ্ছবি।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা সামর্থ্যকেন্দ্রিক: শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা একরকম নয়। তাই শিশুর আগ্রহ ও সামর্থ্যকে বিবেচনা করেই শিক্ষা দিতে হয়।

সৃজনাত্মক কাজের বহি:প্রকাশ: শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর সৃজনশীল কাজের গুরুত্ব দেওয়া হয়। একটা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত না হলে সে নিজের কাজের দ্বারা নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের যে বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয় বা যে বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করে সেই বিষয়কে পাঠ্যক্রম বলে। শিশুশিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে নিম্নোক্ত দার্শনিকদের চিন্তা তুলে ধরা হলো:

প্লেটো: কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থায় প্লেটো পাঠ্যক্রমের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে- "এথেন্সের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল: পাঠ এবং লিখন; শরীরচর্চা এবং তৃতীয় পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষা বা সাহিত্যপাঠ। সাহিত্যপাঠ দ্বারা হিসিয়ড, হোমার প্রভৃতি প্রখ্যাত কবির কাব্য মুখস্ত করা এবং যন্ত্রসহযোগে গীত হওয়া বোঝাত। এর মধ্যে সঙ্গীতও তাই অন্তর্ভুক্ত ছিল।"[১০] প্লেটোর পাঠ্যক্রম সম্পর্কে আরও বলা হয়-

> The idea that a curriculum is justified to the extent to which it produces a 'rational mind' is as old as Plato. The curriculum outlined in *The Republic* was designed to produce the sort of man who would be able to apprehend the Forms of reality which lay behind the shifting appearances of the everyday world. Plato's curriculum involved certain initial empirical studies for the young child, to acquaint him with the order which exists in the phenomenal world, but the emphasis soon shifts to more formal studies for the young men destined to become the Guardians of the state.[১১]

রুশো: রুশোর ভাষায় প্রকৃতি হলো শিশুর শিক্ষক। পাঠ্যক্রমের আলোচনায় তিনি শারীরিক শিক্ষা, হাতের কাজ, বৃত্তিমূলক বিষয় অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছেন। যেমন-

> In his legitimate preference for teaching by the eye and hand and by real things, and in his aversion to the barren and erroneous method of teaching from books alone, Rousseau, constantly carried away by the passionate ardor of his nature, rushes into an opposite extreme, and exclaims, "I hate books; they only teach us to talk about what we do not understand."[১২]

পেস্টালৎসী: পাঠ্যক্রম সম্পর্কে পেস্টালৎসীর ধারণা ইতিবাচক। তিনি গণিত শিক্ষার পাশাপাশি পাঠ্যক্রমে লেখা, পড়া ও অংকনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তাছাড়া পাঠ্যক্রমে ভূগোলচর্চা, সংগীত ও শারীরিক শিক্ষার কথা তুলে ধরেছেন। সংগীতের মাধ্যমে শিশুরা মানসিক প্রশান্তি পায় আর শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে দৈহিক সুস্থতার কথা জানতে পারে।

ফ্রয়বেল: ফ্রয়বেল জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করার কথা বলেছেন। বিশেষ করে তিনি কিণ্ডারগার্ডেন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন যা সারা দুনিয়াতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়-

> On the basis of his observation of nature and stages of human development, Froebel's curriculum incorporated principles of self development, activity and socialization, whose content was made up of all types of self-expression activities. The aim was to lead the child into knowledge of self, human relations, nature and the external world and to God as the divine source and cause of all existence.[১৩]

উপরিউক্ত দার্শনিকদের আলোচনার মধ্য দিয়ে পাঠ্যক্রমের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়;

পাঠ্যক্রম উদ্দেশ্যমুখী: পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহ শিক্ষাকে সার্থক করে তোলে এবং এক বা একাধিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে।

পাঠ্যক্রম সমাজতান্ত্রিক: ব্যক্তিগত চাহিদার পাশাপাশি সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে পাঠ্যক্রম অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠ্যক্রম অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক: বিদ্যালয়ের সামগ্রিক জীবনের নানা অভিজ্ঞতা পাঠ্যক্রম প্রতিনিধিত্ব করে এবং রুচিশীল সমাজ বিনির্মাণের বার্তা দেয়।

পাঠ্যক্রম জীবনকেন্দ্রিক: বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম জীবনের জন্য প্রস্তুতিস্বরূপ। এখানকার শিক্ষাই শিক্ষার্থীকে আদর্শ মানুষ হিসেবে পরিগণিত করে।

পাঠ্যক্রম আনন্দদায়ক: পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর মধ্যে আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে সঙ্গীত ও খেলাধুলার চর্চা শিক্ষার জন্য সহায়ক।

পাঠ্যক্রম কর্মকেন্দ্রিক: পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর জীবনে আলোর দিশারী। শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি কর্ম পাওয়ার ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

এক কথায় পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের একটা নকশা যা শিক্ষার্থীর দিকনির্দেশক হিসাবে কাজ করে। তাই বলা হয়-

> The curriculam is the plans made for guiding learning in schools, usually represented in retrievable documents of several levels of generality, and the actualization of the plan in the classroom as experienced by the learners and as recorded by an observer; those experiences take place in a learning environment which also influencs what is learned.[১৪]

পাঠ্যক্রম সম্পর্কে ডিউঈ-এর অভিমত

বাস্তব অভিজ্ঞতা

শিক্ষার্থী নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে নিজের পাঠ্যক্রম নিজেই নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ থাকবে। তাই বলা হয়-

> The child lives in a somewhat narrow world of personal contacts. Things hardly come within his experience unless they touch, intimately and obviously, his own well-being, or that of his family

> and friends. His world is a world of persons with their personal interests, rather than a realm of facts and laws. Not truth, in the sense of conformity to external fact, but affection and sympathy, is its keynote. As against this, the course of study met in the school presents material stretching back indefinitely in time, and extending outward indefinitely into space. The child is taken out of his familiar physical environment, hardly more than a square mile or so in area, into the wide world yes, and even to the bounds of the solar system. His little span of personal memory and tradition is overlaid with the long centuries of the history of all peoples.[১৫]

সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা

পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ডিউঈ শিশুর পাঠ্যক্রম প্রণয়নে গুরুত্বারোপ করেছেন। "শিক্ষালাভের মূল ভিত্তি অভিজ্ঞতা।"[১৬] শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাই তাকে সমাজের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করার আগ্রহী করে তোলে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে-

> Dewey stresses that education should equip children with the ability to solve social problems to promote their growth. It is important that they develop continuously to meet the ever-increasing challenges of the world. In accordance with this, Dewey deems it necessary to design a curriculum based on children's experiences and let children be involved in interesting and challenging problems.[১৭]

নান্দনিক চেতনা ও নৈতিকতা

ডিউঈ'র ভাষায়-সৃজনাত্মক কাজ শিক্ষার্থীর শৈল্পিক চেতনার বহি:প্রকাশ এবং এর ব্যবহারিক তাৎপর্য আছে। শিক্ষার্থীর এই নান্দনিক চেতনা তাকে নৈতিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর ভাষায়-

> The most important problem of moral education in the school concerns the relationship of knowledge and conduct. For unless the learning which accrues in the regular course of study affects character, it is futile to conceive the moral end as the unifying and culminating end of education.[১৮]

শারীরিক শিক্ষা

শিশুর প্রকৃত বিকাশের জন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি শারীরিক সুস্থতা আবশ্যক। এজন্য সহ পাঠ্যক্রম হিসাবে শারীরিক শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। খেলাধুলার নিয়ম-শৃঙ্খলা শিক্ষার্থীকে সামাজিকভাবে আরও দায়িত্বশীল ও বিনয়ী হতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই ডিউঈ বলেন-

> The desirability of starting from and with the experience and capacities of learners, a lesson enforced from all three quarters, has led to the introduction of forms of activity, in play and work, similar to those in which children and youth engage outside of school. Modern psychology has substituted for the general…Experience has shown that when children have a chance at physical activities which bring their natural impulses into play, going to school is a joy, management is less of a burden, and learning is easier.[১৯]

সামাজিক শিক্ষা

পাঠ্যক্রম রচনায় ডিউঈ সামাজিক বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। জন্মের সময় একটা শিশু শুন্য হাতে সামাজিক পরিবেষ্টনীতে এসে একে অপরের সাথে মেলামেশার ফলে তার সামাজিকীকরণ হয়। সত্যিকার অর্থে শিক্ষার সার্থকতা এই প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত। এ প্রসঙ্গে ডিউঈ বলেন-

> To make each one of our schools an embryonic community life, active with types of occupations that reflect the life of the larger society and permeated throughout with the spirit of art, history, and science. When the school introduces and trains each child of society into membership within such a little community, saturating him with the spirit of service, and providing him with the instruments of effective self-direction, we shall have the deepest and best guaranty of a larger society which is worthy, lovely, and harmonious.[২০]

বিজ্ঞান শিক্ষা

পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষার তাৎপর্য ব্যাপক। এর দ্বারা মানুষ অজানাকে জানতে পারে। জীবনের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের বদৌলতে মানুষ অসাধ্যকে সাধন করেছে। গণিতের জ্ঞানের দ্বারাই মানুষের জ্ঞানের পরিসীমা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বলা হয়-

> By science is meant, as already stated, that knowledge which is the outcome of methods of observation, reflection, and testing which are deliberately adopted to secure a settled, assured subject matter. It involves an intelligent and persistent endeavor to revise current beliefs so as to weed out what is erroneous, to add to their accuracy, and, above all, to give them such shape that the dependices of the various facts upon one another may be as obvious as possible.[২১]

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

পাঠ্যক্রমে কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত থাকা জরুরী। এর দ্বারা একদিকে শিক্ষার্থী কারিগরি দক্ষতা বা জ্ঞান অর্জন করে আর অন্যদিকে জীবিকা অর্জনের পথও প্রসারিত হয়। এই বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসঙ্গে ডিউঈ-এর বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ-

> At the present time the conflict of philosophic theories focuses in discussion of the proper place and function of vocational factors in education. The bald statement that significant differences in fundamental philosophical conceptions find their chief issue in connection with this point may arouse incredulity: there seems to be too great a gap between the remote and general terms in which philosophic ideas are formulated and the practical and concrete details of vocational education.[২২]

ভূগোল শিক্ষা

To "learn geography" is to gain in power to perceive the spatial, the *natural*, connections of an ordinary act;[২৩] মানুষের জীবন পারিপার্শ্বিক অবস্থার বাইরে নয়। অর্থাৎ পরিবেশের নানা সুবিধা-অসুবিধার তথ্য ভূগোল শিক্ষার মাধ্যমে জানা যায়। তাই ভূগোল শিক্ষা পাঠ্যক্রমে থাকা প্রয়োজন। তাই ডিউঈ বলেন-

> …geography as a formulated study is simply the body of facts and principles which have been discovered in other men's experience about the natural medium in which we live, and in connection with which the particular acts of our life have an explanation.[২৪]

ইতিহাস শিক্ষা

To "learn history" is essentially to gain in power to recognize its human connections.[২৫] সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ জগতের নানা কিছু জানতে ও বুঝতে চায়। এই জানা ও বোঝার জন্য পাঠ্যক্রমে ইতিহাসচর্চার ব্যবস্থা থাকা জরুরী। এর মাধ্যমে এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়া আরও সহজ ও প্রাণবন্ত হবে বলে বিশ্বাস করা যায়। তাই ডিউঈ বলেন-

> History as a formulated study is but the body of known facts about the activities and sufferings of the social groups with which our own lives are continuous, and through reference to which our own customs and institutions are illuminated.[২৬]

ব্যবহারিক শিক্ষা

শিক্ষা ও জীবন একে অপরের সাথে ওতোপ্রতোভাবে সম্পর্কিত। এ প্রসঙ্গে ডিউঈ'র বিখাত্য উক্তি ''Education is not preparation of life, Education is life itself.''[২৭] শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্যে নিহিত। আর এই জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষাকে ব্যবহারিক শিক্ষা বলা হয়। তাই ডিউঈ পাঠ্যক্রম প্রণয়নে জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য তিনি আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাবরেটরী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে জীবন চলার পথ সহজ করতে পারবে।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় পাঠ্যক্রম প্রণয়নে ডিউঈ নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রদান করেছেন;

শিক্ষার্থীর চাহিদা

পাঠ্যক্রম প্রণয়নে শিক্ষার্থীর চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয়তাকে সিদ্ধ করে না এমন কোনো বিষয় পাঠ্যক্রমে লিপিবব্ধ করা যাবে না। ডিউঈ প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাকে বাস্তবতার আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। এ প্রসঙ্গে নিম্লোক্ত বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ- "In his experimental school in Chicago, education was focused on the child's needs–Student was learning by doing. The authentic knowledge could be achieved only through direct experience."[২৮]

শিক্ষার্থীর আগ্রহ

পাঠ্যক্রম রচনায় শিক্ষার্থীর আগ্রহকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কেননা আগ্রহ না থাকলে সে কাজের সফলতা না আসাই স্বাভাবিক। শিক্ষাদার্শনিক হার্বার্ট শিক্ষার্থীর আগ্রহ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নানা তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে যায়। আগ্রহের ব্যাখ্যায় ডিউঈ বলেন-

> If the subject-matter of the leassons be such as to have an appropriate place within the expanding consciousness of the child, if it grows out of his own past doings, thinkings, and sufferings, and grows into application in further achievements and receptivities, then no device or trick of method has to be resorted to in order to enlist "interest"[২৯]

শিক্ষার্থীর সামর্থ্য

শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরই শিক্ষার সফলতা নির্ভর করে। এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই ডিউঈ শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং পাঠ্যক্রম প্রণয়নে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য বিবেচনা করতে বলেছিলেন। এর ফলে শিক্ষার্থী নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করার চেষ্টা করে এবং সমস্যামূলক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই প্রজেক্ট পদ্ধতির উদ্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে নিম্লোক্ত বক্তব্য গুরুত্বের দাবীদার- ''Dewey's ideas on educational methods later on led to the evalution of the project method in which the child was made to indulge in those activities which helped in the development of enthusiasm, self-confidence, self-reliance and originality.''[৩০]

শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা

শিক্ষা তখনই সার্থক হবে যখন শিক্ষার্থী নিজে নিজেই কাজ করার সামর্থ্য অর্জন করবে। অর্থাৎ তার মধ্যে সক্রিয়তা কাজ করবে। এজন্য পাঠ্যক্রম প্রণয়নে শিশুর সক্রিয়তা থাকা দরকার। শিশুর সক্রিয়তাই তাকে জানার আগ্রহী করে তুলবে। কোনো কিছু জোর করে তার উপর চাপিয়ে দেওয়ার দরকার হবে না। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নিজের সম্ভাবনা বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তাই ডিউঈ বলেন- "In this concept of self-activity, an activity is determined by one's own interests, sustained by one's own power and carried to conclusion in an atmosphere of freedom from interference by others."[৩১]

উপসংহার

শিক্ষার সার্থকতা পাঠ্যক্রমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। এজন্য পাঠ্যক্রম নির্ধারণে শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতা, ব্যক্তি ও সমাজের সমন্বিত চিন্তা, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা, জীবনকেন্দ্রিক বিষয়ের প্রাচুর্যতা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। আবার শিক্ষার্থীর সামাজিকীকরণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, খেলাধুলা, বাজার, বিনোদনকেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই জন ডিউঈ উপযোগিতাকে মানদণ্ড ধরে প্রয়োজনীয় বিষয়কে পাঠ্যক্রমে প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষপাতী। তাঁর ভাষায়-শিক্ষা নিষ্ক্রিয়ভাবে শুধু অধ্যয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার্থীরা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। তাদেরকে জোর বা বাধ্য করে শেখানোর প্রয়োজন নেই। বরং পাঠ্যক্রম শিশুর চাহিদাকেন্দ্রিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে নিজের ইচ্ছার প্রতিফলনের সুযোগ থাকায় একজন শিক্ষার্থী গণতান্ত্রিক চেতনার আলোকে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক মানুষে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১ F. E. Keay, *A History of Education in India and Pakistan* (London: Oxford University Press, 1959), pp. 18-23.
২ সুবোধ কুমার সেনগুপ্ত, *আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা* (কলিকাতা: জগদিশ প্রেস, ১৯৬৪), পৃ. ৩২।
৩ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬।
৪ Sri Aurobindo Marg, *Basics in Education* (New Delhi: National Council of Educational Research and Training Publication Division, 2014), p. 17.
৫ Jean Jacques Rousseau, *The Emile,* Trans: William Boyd (NewYork: Columbia up, 1965), p.11.
৬ Sri Aurobindo Marg, *Basics in Education* p. 18.
৭ *Ibid*. p. 18.
৮ M. Lavora Perry, Updated: 13.06.2017, *How EducationAffects Early Childhood Development*, Internet, http// www.livestrong.org, p.1.
৯ Bertrand Russell, *On Education* (London: George Allen & Unwin Ltd, 1926), p.28.
১০ সরদার ফজলুল করিম, *প্লেটোর রিপাবলিক* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭), পৃ. ১২৫।
১১ T. W. Moore, *Philosophy of Education* (London & New York: Routledge, Vol. 14, 2010), p. 27.
১২ Jean Jacques Rousseau, *Emile or Concerning Education* Trans: Eleanor Worthington **(**Boston: D. C. Heath & Company, 1889**)**, p. 147.
১৩ Gutek Geral, *A history of the western educational experience* (Prospect Heights: Waveland, Inc., 1995), pp. 261-262.
১৪ A Glathorn, *Curriculum Leadership* (Glenview: IL, Scott, Foresman ET Co), p.3.
১৫ John Dewey, *The Child and the Curriculum* (Chicago: The University of Chicago Press, 1902), p. 5.
১৬ আলী আসগর, *শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রত্যাশা* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ২০।
১৭ Koo Hok-chun, Dennis, "Quality Education through a Post-modern Curriculum", *Hong Kong Teacher's Centre Journal* (Hon Kong: Hon Kong Teacher's Centre, Vol. 1, Spring 2002), p. 57.
১৮ John Dewey, *Democracy and Education* (New York: The Macmillan Company, 1944)*,* p. 360.
১৯ *Ibid*., p. 194.
২০ John Dewey, *The Schoo and Society (*Chicago: The University of Chicago Press, 1900), p. 28.
২১ John Dewey, *Democracy and Education,* p. 194.
২২ *Ibid*. p. 306.
২৩ *Ibid*, p. 210.
২৪ *Ibid*. p. 210.
২৫ *Ibid*, p. 210.
২৬ *Ibid*, p. 210.
২৭ Khandan Talebi, *European Journal of Education Studies*, Open Access Publishing Group, 2015, p. 1.
২৮ Lucian Radu, "John Dewy and Progressivism in American Education", Bulletin of the *Transilvania* University of Brasov. Series VII: Social Sciences • Law • Vol. 4 (53) No. 2 – 2011, p. 87.
২৯ Cole Luella, *A history of education* (New York: Rinehart & Company Publishers, 1950), p. 528.
৩০ Soti Shivendra Chandra and Rajendra K. Sharma, *Philosophy of Education* (New Delhi: Altantic Publishers and Distributors, 1996), p. 113.
৩১ John Dewey, *The Child and the Curriculum*, p. 27.